আলমডাঙ্গায় স্ত্রীর দাবিতে গৃহবধূ ইউপি সদস্যরের বাড়িতে

তিন সন্তানের জননীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দেহ ভোগ শেষে লাপাত্তা ইউপি সদস্য শাহিন আলম মকবুল। ঘটনাটি উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের কাটাভাঙা গ্রামে ঘটেছে। এঘটনায় স্ত্রীর স্বীকৃতির দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার রাতে অনশন করে। ইউপি সদস্য কাটাভাঙা গ্রামের কোরবান আলীর ছেলে ও দুই সন্তানের জনক শাহিন আলম। এছাড়াও অনশনরত প্রাগপুর গ্রামের কহেদ গং এর মেয়ে ও তিন কণ্যা সন্তানের জননী ও কাটাভাঙা গ্রামের লালন হোসেনের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ইউপি সদস্য হিসেবে অংশ নেয় শাহিন আলম। নির্বাচন চলাকালীন সময়ে ভোট চাওয়ার সুবাদে দুজনের প্রেম সম্পর্ক গড়ে ওঠে দিনমজুর লালনের স্ত্রীর। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন সময় স্বামীর অনুপস্থিতে দেহ ভোগ করে গৃহবধূর। একপর্যায়ে ওই গৃহবধূর চাপে গোপনে ভুয়া কাবিন নামায় সই করে বিয়ে করে ইউপি সদস্য শাহিন। এরই মধ্যে গৃহবধূ তার স্বামীকে ডিভোর্স দিলে ইউপি সদস্য শাহিন বাড়ি থেকে গা ঢাকা দেয়।

দীর্ঘ ১৫ দিনপর শাহিন বাড়িতে ফিরে আসার খবর শুনে ওই গৃহবধূ স্ত্রীর স্বীকৃতির দাবিও বাড়িতে অনশন শুরু করে। অবস্থা বেগতিক দেখে ইউপি সদস্য শাহিন বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গৃহবধূকে বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান (ইউপি) সদস্য নুর হোসেনের জিম্মায় দেয়।

এঘটনায় ইউপি সদস্য নুর হোসেন বলেন, ওই গৃহবধূ গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী দাবি করে ইউপি সদস্যর বাড়িতে অনশন করে। বিয়ের কাগজপত্র দেখাতে পারিনি। রাতে স্থানীয় ও পুলিশের সহযোগীতায় মেয়েকে আমার জিম্মায় রেখে দেয়।

আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইউসুব জানান, রাতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই। উৎসুক জনতার নিকট থেকে মেয়েকে উদ্ধার করে স্থানীয় আঠারোখাদা গ্রামের ইউপি সদস্যের নিকট জিম্মায় দেওয়া হয়। মেয়ে সঠিক তথ্য নিয়ে থানায় মামলা করলে পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

কোটচাঁদপুরে সংখ্যালঘু একটি পরিবারকে নির্যাতনের অভিযোগে ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা

কোটচাঁদপুরে ইউপি সদস্য কর্তৃক সংখ্যালঘু পরিবারের উপর হামলা ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে ঝিনাইদহ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা হয়েছে।

গত ১ নভেম্বর কোটচাঁদপুর উপজেলার কাগমারী গ্রামের হালদার পাড়ার মদনের স্ত্রী যশোধা রানী বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। বিজ্ঞ আদালত বাদীর অভিযোগ আমলে নিয়ে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ওসিকে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার বিবরণে বলা হয় গত ৩১ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে বলুহর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড সদস্য সাহাবুল ইসলামের নেতৃত্বে ৪/৫ জন লোক জোটবদ্ধ হয়ে জোর পূর্বক বসত বাড়িতে ঢুকে বাদির স্বামী সাধন কুমার ও তার একমাত্র ছেলে পলাশ কুমারকে মারপিট করে। এ সময় ইউপি সদস্য সাহাবুল তার হাতে থাকা লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে যশোদা রানীকে জখম করে। হামলাকারীরা বাদীর পরনের কাপড়-চোপড় টেনে হেছড়ে বে-আবরু করে। সে সময় আসামীরা বাদীর গলায় থাকা ১০ আনা ওজনের সোনার চেইন, ঘরে থাকা ১ জোড়া বালা, ১ জোড়া কানের দুল ও ১টি আংটি নিয়ে যায়।

মামলায় অভিযুক্ত ২নং আসামী বাবুল ঘরের বাক্সে থাকা নগদ ৫০ হাজার টাকা বের করে নেয়। এ ঘটনার পর গত ৩ নভেম্বর যশোদা রানী ইউপি সদস্য সাহাবুলের বিরুদ্ধে আইনগত প্রতিকার চেয়ে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক ও কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে যশোদা রানীর সাথে কথা হলে তিনি বলেন, ৩১ অক্টোবর সকালে আমার বিবাহিত মেয়ে পিংকি রানীকে ইউপি সদস্য সাহাবুল মারপিট করে। তাছাড়া এ ইউপি সদস্য দীর্ঘদিন ধরে আমাকে অনৈতিক প্রস্তাব

দিয়ে আসছেন। তার প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় আমাকে, আমার স্বামী ও ছেলেকে মারধর করে।

এ ঘটনার পর গত ৩ নভেম্বর রাতের কোন এক সময় সাহাবুল মেম্বারের লোকজন আমার ছেলে পলাশের আলমসাধুর ইঞ্জিনের মবিল চেম্বারে বালি দিয়ে দেয়। পরদিন সকালে আলমসাধু চালু করে কিছুদুর যাওয়ার পর বিকট শব্দ বিস্ফোরণ হয়।

যশোদা রানী বলেন এনজিও থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এ আলমসাধুটি কেনা হয়েছে। এটি বিকল হওয়ার কারণে এনজিও’র কিস্তির টাকা যোগাড় করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

ইউপি সদস্য সাহাবুলের সাথে কথা হলে তিনি বলেন আমি যশোদা রানীকে মারধর কিংবা শ্লীলতাহানি করিনি। তবে যশোদার সহযোগী শফিকুল দালালকে মারধর করেছি। তাছাড়া আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে তা আদৌ সত্য নয়।

কাথুলী ইউনিয়নের মেম্বর আবু হানিফ আর নেই

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের ২নং ওয়ার্ড সদস্য গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা আবু হানিফ (৪৮) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ সোমবার কুষ্টিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি গত শনিবার ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে পরিবারের সদস্য তাকে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেলর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে কুষ্টিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়।

আবু হানিফ গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে। তিনি কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য ও গাড়াবাড়ীয়া অন্তিম শান্তি নিবাস কবর স্থানের উন্নয়ন কাজের সভাপতি ছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ৩ মেয়েসেহ অসংখ্যা গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

তার এ অকাল মৃত্যুতে কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানাসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ শোক ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা মরহুমের পরিবারের বরাত দিয়ে জানান, সকাল সাড়ে ১১ টার সময় কুুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে জানাযা শেষে গ্রাম্য কবরস্থানে দাফন করা হবে।

কোটচাঁদপুরে ইউপি সদস্য ও যুবলীগ সভাপতিকে মারপিটের ঘটনায় থানায় মামলা আটক ১

অবশেষে ইউপি সদস্য ও যুবলীগ সভাপতিকে মারপিটের ঘটনায় মামলা থানায় নথিভুক্ত হয়েছে। শনিবার কোটচাঁদপুর থানায় মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়। ওই মামলায় ১ জনকে আটক করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

ভুক্তভোগী ইউপি সদস্য ও এলাঙ্গী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি তাজুল ইসলাম বলেন, ২৮ আগষ্ট ছিল আশাননগর কুল্লা গাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২৭ আগষ্ট রাতে চেয়ারম্যানের নির্দেশে ওই এলাকার ৭/৮ জন বেধড়ক মারপিট করে।

এতে করে আমি গুরুত্বর আহত হয়। এ সময় স্থানীয়রা আমাকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিতে চাইলেও তারা বাধা দেন। পরে কোটচাঁদপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হই। ওখানে অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আমাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

তবে ওই ঘটনায় ২৮ আগষ্ট সকালে ১০ জনকে আসামি করে কোটচাঁদপুর থানায় একটা অভিযোগ দায়ের করি। কিন্তু ওই সময় অভিযোগটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হয় না।

তবে কি কারনে নথিভূক্ত করা হয়নি,এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,ঘটনার পর থেকে তাদের একটি পক্ষ মিমাংসা করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। বিষয়টি মিমাংসা না হলে শুক্রবার রাতে ঘটনাটি নিয়ে আবারও কোটচাঁদপুর থানায় যায়। এ সময় থানা কর্মকর্তা মামলাটি নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেন।

শনিবার মামলাটি নথিভুক্ত হয়। মামলার আসামিরা হলেন, রাজিব হোসেন,আক্তার হোসেন,সাজ্জাদ হোসেন,শিবলু জামান,স্বপন আলী, রবিউল ইসলাম, শরীফ হোসেন, আনিসুর রহমান ফুটান,রাহুল হোসেন,আমিরুল সর্দার,। এদের মধ্যে স্বপনকে আটক করে পুলিশ আদালতে পাঠিয়েছেন। তাজুল ইসলাম কোটচাঁদপুর উপজেলার আশাননগর গ্রামের মৃত হবিবুর রহমানের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক ও মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ বলেন,ইউপি সদস্যকে মারপিটের ঘটনায় থানায় এজাহার নামীয় ৮ আসামী করা হয়েছে। মামলা নাম্বার ৫,তারিখ -০৩-০৯-
২২। ওই মামলায় ১ জন আটক করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ইউপি সদস্য আহত হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন

প্রতিপক্ষের হামলায় আহত হয়েছেন ইউপি সদস্য ও যুবলীগ নেতা তাইজুল ইসলাম। শনিবার রাত ৮ টায় ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর উপজেলার দমদমা বাজারে। বর্তমানে সে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ২৮ আগস্ট কোটচাঁদপুর উপজেলার আশাননগর কুল্লা গাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং নির্বাচন। এ নির্বাচন ঘিরে কয়েক দিন যাবৎ ওই এলাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তাপ

চলছিল। এ ঘটনা এরই বহির প্রকাশ বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ভুক্তভোগী ইউপি তাইজুল ইসলাম বলেন, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে আমি চেয়ারম্যান মিজানুর খানের পক্ষে কাজ না করায়, তাঁর লোকজন আমাকে মেরে আহত করেছেন।

তিনি বলেন,শনিবার রাত ৮ সময় স্থানীয় দমদমা বাজারে মশিয়ারের চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম। এ সময় ওই দোকানে আসেন সাজ্জাদ হোসেন। সে এসে বলেন তুই নাকি আমাদের বিপক্ষে ভোট করছিস। এরমধ্যেই আরো ১০/১২ ওইস্থানে আসেন। ঘিরে ধরে আমাকে রড, হাতুড়ি দিয়ে মারতে থাকে।

পরে স্থানীয় এসে আমাকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য গাড়িতে তোলেন। তারা আমাকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে ও বাধা সৃষ্টি করেন। পরে সার্কেল সাহেবের হস্তক্ষেপে আমি হাসপাতালে আসতে পারি। এ সময় ৮৫ হাজার টাকা, সোনার চেইন, তারা ছিনিয়ে নেন বলে দাবি ইউপি সদস্যের। তাইজুল ইসলাম এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওর্য়াডের ইউপি সদস্য। এ ছাড়া তিনি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি। সে উপজেলার আশাননগর গ্রামের মৃত হবিবর রহমানের ছেলে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তানভির জামান বলেন,সারা শরিরে কালো ফুলা দাগ রয়েছে। চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি রাখা হয়েছে। এ ছাড়া হাতের এক্সরে করতে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসলে বলা যাবে কি অবস্থা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাইমিনুল ইসলাম জানান, ওই সময় রাউন্ডে ছিলাম। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি তাইজুল নামের একজন বেঞ্চের উপর শুয়ে আছে। এ সময় কে মেরেছে জানতে চাইলে,বলেন,রাজিব,আক্তার,শিপলু সহ কয়েক জন মিলে মারপিট করেছে।

তিনি বলেন,জানতে পারলাম রবিবার একটা স্কুলের ম্যানেজিং কিমটির নির্বাচন রয়েছে। ওই নির্বাচন ঘিরে প্রতিপক্ষরা তাকে মারতে পারে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছিল।